বহির্বিশ্বে ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

Bangabandhu on foreign postal stamps

Saifullah Mahmud Dulal

বহির্বিশ্বে ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ২০২৩
প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
রাসেল আহমেদ রনি
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা
মূল্য : ২৫০ টাকা

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on foreign postal stamps by Saifullah Mahmud Dulal Bengali Translated by Bipasha Chakraborty Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: August 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US$ 10
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-2-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

বীর মুক্তিযাদ্ধা, বিজয় কিবোর্ডের বিজয়ী আবিষ্কারক
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী
মোস্তাফা জব্বার
প্রিয়জনেষু

Freedom Fighter
Minister of Posts, Telecommunications and
Information Technology
Mustafa Jabbar

ভূমিকা

গবেষণার কাজটি যতটা জটিল, ততটা কঠিনও। বিশেষ করে দুর্লভ এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ভয়াবহ দুরূহ কাজ। 'বহির্বিশ্বে ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের জন্য ছবি, তথ্য, উপাত্ত, উৎস জোগাড় করতে গিয়ে তা রীতিমতো ডুবুরির মতো অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে হয়েছে। একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯৯১ সালে 'শিল্প সাহিত্যে শেখ মুজিব' রচনাকালে।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বিশ্বের ১৩টি দেশ থেকে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আর কোনো বিশ্বনেতাকে নিয়ে তা হয়নি। যা হয়েছে, তা নিজ নিজ দেশের ডাকটিকিটেই সীমাবদ্ধ।

এই বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির রেকর্ডভুক্ত নেই, সংগ্রহশালা অর্থাৎ ফিলাটেলি নেই। আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অফিসিয়ালি কোনো নথি পত্র নেই। গত দুই বছর ধরে ঐতিহাসিক কাজ করতে গিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দূতাবাস, ডাক বিভাগে তথ্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি, বিমুখ হয়েছি। যেমন, মালয়েশিয়া থেকে যে ডাকটিকিটটি ওয়েবসাইট থেকে পেয়েছি, তার তথ্য কোথাও পাইনি। এমনকি মালয়েশিয়ার ডাক বিভাগে যোগাযোগ করেও সাড়া মেলেনি।

এদিকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জানিয়েছেন—'আমার কাছে অন্য দেশের ডাকটিকিট নেই। ডাক বিভাগের কাছেও থাকার সম্ভাবনা নেই। থাকলে জানাব।' তিনি আরও জানিয়েছেন—'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও সম্ভাবনা নেই।'

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূতের দারস্থ হয়ে হতাশ হয়েছি। কারণ, এই ডাকটিকিটগুলো প্রকাশের আগে বা পরে কোনো সমন্বয় ছিল না, সুনির্দিষ্ট প্রজেক্ট না পরিকল্পনা ছিল না। অনেকটা

রাষ্ট্রদূত এবং ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ডাকটিকিটগুলো প্রকাশ হয়েছে। অভিযোগ পেয়েছি, কোনো কোনো রাষ্ট্রদূত অবস্থানরত দেশের ডাক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই নিজ উদ্যোগে ডিজাইন করে কম্পিউটারে প্রিন্ট করে রঙিন ডাকটিকিট বের করে প্রচার করেছেন!

আমার ধারণা, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গ্রন্থভুক্ত ডাকটিকিট ছাড়াও অন্য দেশে আরও ডাকটিকিট থাকতে পারে। বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী পালনের মধ্যদিয়ে ব্যাপক কাজ হয়েছে। সেই ধারাহিকতায় একটি সংগ্রহশালার উদ্যোগ নেয়া জরুরি। জাতীয় জাদুঘর এই মহতী উদ্যোগ নিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তা নিয়েও একই হযবরল অবস্থা। এই হযবরল অবস্থার অবসান এবং উত্তরণের জন্য একটি 'বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র' অনিবার্য!

আলোচ্য পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করার পর কবি প্রকাশনীর প্রকাশক সজল আহমেদ বইটির বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দ্বিভাষিক করার করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই প্রেক্ষিতে অনুবাদক বিপাশা চক্রবর্তী কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি উপস্থাপন করা হলো।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

১৫ আগস্ট ২০২৩
টরন্টো, কানাডা।

Preamble

Research work is both complex and difficult. Collecting particularly rare and precise data is a challenging task. While collecting pictures, information, data, and sources for the book "Bangabandhu on Postage Stamps in the Outside World" (Bahirviswer Daktikite Bangabandhu), I had to delve deep like a diver in the dark. The same experience happened in 1991 while writing "Sheikh Mujib in Art and Literature."

Commemorative postage stamps have been released by 13 countries around the world to honor our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. But it has not happened with any other world leader. What has happened is limited to postage stamps of respective countries.

There is no record of this rare and important item in any collection, such as philately. We do not have any official documents from the relevant ministry or department. For the past two years, while conducting historical research, I have neglected to gather information from the Ministry of Foreign Affairs, various embassies, and the postal department. For example, I couldn't find any information about the postage stamp from Malaysia that I obtained from the website. Even after contacting the Malaysian Post Department, I did not receive a response.

Meanwhile, the Minister of Post, Telecommunication, and Information Technology, Mustafa Jabbar, said, "I don't have postage stamps from other countries." Not likely to be with the postal department either. "I will let you know if there is," he stated. He also mentioned that there is "no possibility" even within the Ministry of Foreign Affairs.

I am disappointed to have been approached by high-ranking officials of the Ministry of Foreign Affairs and ambassadors appointed in various countries. Because there was no coordination before or after the publication of these stamps, there was no specific project or plan. Stamps were primarily issued without consideration for the personal interests of ambassadors and individuals. I have received a complaint that some ambassadors, without contacting the postal department of the country in which they are located, have taken it upon themselves to design and print colorful postage stamps!

I think there may be more stamps from other countries besides the ones in this book on Bangabandhu. A lot of work has been done to celebrate the birth centenary of Bangabandhu. It is important to take the initiative of a museum in that context. I believe the Bangladesh Postal Directorate, the Bangladesh National Museum, or the Bangladesh Shishu Academy can take this great initiative through the Ministry of Posts, Telecommunications, and Information Technology.

Incidentally, I would like to mention one more experience. The unfinished autobiography written by the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, is very rich and well-edited. In order to ensure error-free and internationally standardized translations, it is necessary to establish a "Bangabandhu Research Center" dedicated to comprehensive research on Bangabandhu. This center will facilitate the translation of his works into multiple languages.

After reviewing the manuscript Sajal Ahmed the publisher of Kobi Prokashani found the content intriguing and decided to explore the possibility of making the book bilingual. This decision was made with several considerations in mind.

To accomplish this Bipasha Chakraborty was chosen as the translator for the project.

Saifullah Mahmud Dulal
15 August 2023
Toronto, Canada.

'দেশের বুকে মারলো গুলি
অত্যাচারী বুলি
লেখক কবি ধরলো কলম
আমার হাতে তুলি
কাজটা ছিলো শক্ত
সমাধানে ছড়িয়ে দিলাম
ডাকটিকিটে রক্ত...'

নিজের লেখা ছড়ায় এভাবেই ১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিলেন চিত্রশিল্পী বিমান চাঁদ মল্লিক।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশিরা যে ভূমিকা রেখেছিলেন সেই যুদ্ধে রংতুলি হাতে শামিল হয়েছিলেন ভারতীয় বাঙালি কলকাতার হাওড়ার ছেলে বিমান মল্লিক। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই তাঁর ডিজাইনকৃত আটটি ডাকটিকিট বের হয়। তার একটিতে স্থান পায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি। এটিই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম ডাকটিকিট।

তা প্রকাশ হয়েছিল মুজিবনগর সরকার, কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন এবং লন্ডন থেকে। সেই অর্থে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম ডাকটিকিটটিও বের হয় বিদেশ থেকে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ব্রিটিশ ডাক বিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেল জন স্টোন হাউজ মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কূটনৈতিক কৌশল এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ার লক্ষ্যে এই আটটি ডাকটিকিট প্রকাশের উদ্যোগ নেন। যা দেখিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য জোর দাবি উত্থাপন করেন প্রবাসে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকটিকিটের মূল্য ছিল ৫ রুপি। বাকি সাতটি ডাকটিকিটের বিষয় বাংলাদেশের মানচিত্র (১০ পয়সা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড (২০ পয়সা), সাড়ে সাত কোটি মানুষ (৫০ পয়সা), মুক্তির পতাকা (১ রুপি), শেকল ভাঙা (২ রুপি), ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফল (৩ রুপি) এবং বাংলাদেশকে সমর্থন (১০ রুপি)। তা বাংলাদেশে বিক্রয় শুরু হয় সদ্য স্বাধীন দেশে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১, ঢাকা জিপিও থেকে।

রোল্যান্ড হিলকে বলা হয় ডাকটিকিটের জনক। ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ নাগরিক রোল্যান্ড হিলের প্রস্তাব মোতাবেক ১৮৪০ সালে বিশ্বে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন শুরু হয়। ফলে নানা বর্ণের এই ডাকটিকিটে ফুটে ওঠে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি বিষয়।

আমাদের ডাকটিকিটের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের ডাকটিকিটে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, শহিদ বুদ্ধিজীবী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্ব পেয়েছেন।

২০২০ সালে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ১০০টি ছবি সংবলিত ১০০টি ডাকটিকিটসহ ১টি অ্যালবাম এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সংবলিত টকিং ডাকটিকিট প্রকাশ করে, যা এক ঐতিহাসিক বিরল ঘটনা। বের করেছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।

তার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ ও কর্মকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রকাশ করেছে ৪৪টি স্মারক ডাকটিকিট, ৪৬টি উদ্বোধনী খাম, ১২টি

স্যুভেনির শিট, ৪টি বিশেষ খাম, ৪টি বিশেষ সিলমোহর, ২টি ফোল্ডার, ৮টি এরোগ্রাম এবং ৫টি পোস্টকার্ড।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২০, ঢাকা।]

স্বদেশ ছাড়াও বিদেশ থেকেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ পেয়েছে দশটি দেশ থেকে। দেশগুলো হলো : ব্রাজিল, ভারত, তুরস্ক, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, কানাডা, আমেরিকা এবং জাতিসংঘ শ্রদ্ধা জানিয়ে দশটি স্মরণীয় স্মারক ডাকটিকিট বের করে।

[তথ্যসূত্র : 'বিদেশি ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু', এ টি এম আনোয়ারুল কাদির, দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৯, ঢাকা।]